মেহেরপুর শ্যামপুর কলোনীপাড়া মাঠে বালি উত্তোলনের মহাউৎসব

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর কলোনীপাড়ার মাঠে কোন রকম অনুমোতি না নিয়ে তিন ফসলি জমিতে পুকুর খননের নামে চলছে বালি উত্তোলনের মহা উৎসব। অতিরিক্তি মাত্রায় গভির করে বালি উত্তোলনের ফলে হুমকির মুখে রয়েছে পার্শ¦বর্তী ফসলি জমি। বর্ষা হলেই ভেঙ্গে পড়বে পার্শ্ববর্তী জমি এমন অভিযোগ অনেকের। তবে পুকুর মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ মুখ খলতে সাহস পাচ্ছেনা। বালি উত্তোলন বন্ধে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয়রা।

জানাগেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে কাজল,শোহরাব হোসেন ও জাহাঙ্গীর তিন ফসলি জমিতে সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে পুকুর খনন করে ইট ভাটায় মাটি বিক্রি করেন। সে সময় পার্শবর্তী জমির মালিকরা তাদের কৃষি জমি রক্ষায় পুকুর খনন করতে নিষেধ করে। তাদের নিষেধ অমান্য করে বিভিন্ন হুমকি ধামকি দিয়ে পুকুর খনন করেন জাহাঙ্গীর,কাজল ও সোহরাব হোসেন। পরে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পুকুরের পাড় ভেঙ্গে পড়ে। এবছর আবারও ওইসব পুকুরে বালি উত্তোলনের কাজ শুরু করেন পুকুর মালিকরা। প্রতিদিন সকাল থেকে শুরু করে বিকাল পর্যন্ত চলে বালি উত্তোলন ও বহনের কাজ। পরপর চারটি পুকুরে অন্ততঃ ২০ থেকে ৩০ ফুট গভির করে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে একই সাথে চারটি পুকুরে।

স্থানীয়দের পার্শ্ববর্তী কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে দেখা গেছে, স্কেবিটর মেশিন দিয়ে বালি উত্তোলনের কাজ চলছে দেদারছে। পরপর দু’টি পুকুরে বালি উত্তোলনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হলেও আরও একটি পুকুর থেকে বালি উত্তোলনের কাজ করা হচ্ছে। পুকুর গুলি অন্ততঃ ২০ থেকে ৩০ ফুট গুভর হয়ে পড়েছে। হুমকির মধ্যে রয়েছে পার্শবর্তী কৃষি জমি। সরেজমিনে গিয়ে দেখা হয় আরিফ নামের এক যুবকের সাথে। তিনি জানান, বালির গাড়ি গণনার কাজে তিনি নিয়োজিত রয়েছেন। তবে বালি কে উত্তোলন করছেন এমন প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পার্শ্ববর্তী জমিরএকাধিক মাীলকগণ জানান, বালি বিক্রির লোভে তিন ফসলি জমি কেটে এমন ভঅবে গভির করা হচ্ছে যেন আইন কানুন কিছুই নেই। আমাদের বর্ষা হলেই পাড় ভেঙ্গে আমাদের জমি পুকুরে পড়বে। ফলে নিরুপাই হয়ে ফসলি

জমি বাধ্য হয়ে আমাদের পুকুর কাটতে হবে। তারা আরও জানান, পুকুর খনন বা বালি উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রশাসনের অনুমোতি লাগে শূনেছি কিন্তু এদের তো কিছুই নেই,তবে কিভাবে এরা পুকুর খনন করলো আবার কিভাবে বালি উত্তোলন করছে? দ্রত বালি উত্তোলন বন্ধে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে পার্শবর্তী জমির মালিকরা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা(সহকারি কমিশনার ভুমি) আব্দুল্লাহ আল বাকী জানান, যাদের সমস্যা হচ্ছে তারা একটি লিখিত অভিযোগ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় মাথাভাঙ্গা নদীতে বালি উত্তোলন ঝুঁকিতে সেতু ও কমিউনিটি ক্লিনিক

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় আবাসন প্রকল্পে উন্নয়নের নামে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে বাণিজ্যিক ভাবে উত্তোলন করা হচ্ছে বালি ।

এসব বালি নামমাত্র আবাসনে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করবে বলে দাবি করেছে স্থানীয়রা। নদীর ২০ফিট গভীর থেকে ড্রেজিং করায় নদীর পাড় ভাঙার শঙ্কা করছে এলাকাবাসী। সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিকের সন্নিকটে এমন বালি উত্তোলনের কর্মযোগ্য চালিয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, যার ঘর ও জমি নেই এমন দুস্ত পরিবারকে জমিসহ ঘর উপহার দিচ্ছে সরকার। এমন তালিকায় উপজেলার হাটবোয়ালিয়ার মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়েই গড়ে তোলা হচ্ছে সারিবদ্ধ ১২ টি পাঁকা স্থাপনা। দ্রুত প্রধানমন্ত্রী দুস্ত পরিবারকে ঘর উপহার দিবে।

ঘর নির্মাণ আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসার সরাসরি দেখভাল করছে। এসব ঘরে ২ টি রুম ও একটি ডাইনিং রয়েছে। প্রতিটি ঘরের জন্য ৫ স্ট্রেয়ারিং করে বালির প্রয়োজন হবে। যা ১২ টি ঘরে ৬০ ট্রেয়ারিং বালি প্রয়োজন।

এসুযোগে স্থানীয় মেম্বারসহ কয়েকজন বালি উত্তোলনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধা নিতে মরিয়া হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে মাথাভাঙ্গা নদীতে ভেড়ানো হয়েছে বালি উত্তোলনের জন্য ড্রেজিং মেশিন।

বালি মাটি আইনের ধারা ৪-এর (খ) অনুযায়ী, সেতু, কালভার্ট, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা অথবা আবাসিক এলাকা থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ।

তবে, ২শ’ মিটারের মধ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে ব্রিজ। ২০ মিটারের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক ও ১শ’ মিটারের মধ্যে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। এছাড়াও বালি উত্তোলনের জায়গা থেকে প্রায় দেড়শ মিটারের মধ্যে সরকারি আবাসনের ১২ টি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে ২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার সাহিনুর রহমান জানান, সরকারি ঘরে বালির প্রয়োজন স্বার্থে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে ড্রেজিং করে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতিতে এ ড্রেজিং কাজ চালানো হচ্ছে।

এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর জানান, বালি উত্তোলনের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে, ঘরের জন্য কিছু বালি লাগবে। বিষয়টি দেখবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।